ধৈর্য্য এবং ধন্যবাদ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

পৃথিবী পরীক্ষার জায়গা। যেসব মানুষেরা আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) এর উপর বিশ্বাস করে, তারা আরও বিশ্বাস করে যে সবকিছু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে, অসুখ-বিসুখ বা যাই আসুক, তারা জানে যে এটি আল্লাহ্ হতে আগত এবং তারা ধৈর্য্যধারণ করে। এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পুরস্কার দান করেন। লোকেরা এখন জিজ্ঞেস করে কি কারণে কোন একটি জিনিস তাদের জীবনে ঘটেছে। বলা হয়ে থাকে, "যা হবার তা হয়ে গেছে। যা হয়ে গেছে তা তুমি বদলাতে পারবে না এবং যে মারা গেছে তাকে তুমি ফিরিয়ে আনতে পারবে না।" ধৈর্য্য ধর যদি কিছু ঘটে থাকে। 'এটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে' বলা এবং তা নিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করা বান্দার জন্য বিশাল সাওয়াব এবং পুরস্কার নিয়ে আসে।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "ক্ষুদ্রতম যে জিনিসটি ঘটে তার জন্যেও সাওয়াব আছে এমন কি একটি মশাও যদি কামড়ায়।" এটি ইসলামে আল্লাহ্‌র একটি দয়া, আল্লাহ্‌র একটি নিয়ামাত। কোন কিছুই বিফলে যায় না, সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জিনিসটিও নয়। তাই আমাদের ধৈর্য্য ধারণ করা উচিৎ এবং অপেক্ষা করা উচিৎ। আমাদেরকে আল্লাহ্‌র তাসবীহ করা উচিৎ। যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে, কোন দুর্যোগ বা কোন রোগ, তা ঘটে গিয়েছে মনে করে আমরা বলি 'আলহামদুলিল্লাহ'। আল্লাহ্ যদি আমাদের ভালো জিনিস দান করেন তার জন্যেও আমরা কৃতজ্ঞ যেহেতু নিয়ামাত বৃদ্ধি পায় এবং আসতে থাকে কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে।

আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে আমরা ইসলামের ভূখন্ডে বাস করছি। ইসলামের নিয়ামাতের জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ। সবকিছুর জন্য আল্লাহ্ ধন্যবাদ। এখন মানুষেরা সর্দি এবং ঠান্ডায় অসুস্থ হচ্ছে। তার জন্যেও আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন যেহেতু আল্লাহ্ তা দিয়েছেন আমাদের স্তর উচ্চ করার জন্য এবং আমাদের গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য। এগুলো তুচ্ছ জিনিশ। তিনি এগুলো আমাদের দেন যেন আমরা আখিরাতে পরিচ্ছন্নভাবে যেতে পারি। রোগ হচ্ছে পরিশুদ্ধতা। আল্লাহ্‌কে প্রশংসা তার জন্যেও।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের মুসলিম করে সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা। জীবন ব্যর্থ হত যদি তিনি আমাদের কাফির করে সৃষ্টি করতেন। কাফিরদের উপর যা দূর্যোগ আসে তার সবই তাদের প্রাপ্য। তাদের কুফর তাদের জন্য নিরর্থক। যেহেতু তারা আল্লাহ্‌কে স্বীকৃতি দেয় না সেহেতু আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদেরকে স্বীকৃতি দেন না। তিনি তাদেরকে দুর্যোগ পাঠান যন্ত্রণা হিসেবে। আল্লাহ্ যেন

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আমাদেরকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন না করেন ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/৪ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।